দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৮/৭/৮২
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

৪টি বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার ২৭'৩৬ ভাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের '৮২ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। চারটি বোর্ড থেকে এবার মোট এক লাখ ২৭ হাজার ৭শ ৮৯ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করেছে মোট ৩৪ হাজার ৯শ ৬৭ জন। চারটি বোর্ডের গড় পাসের হার ২৭ দশমিক ৩৬ ভাগ।

ঢাকা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ৪০ হাজার ৯শ ৬৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করেছে ১০ হাজার ৯শ ৮৩ জন। পাসের হার ২৬ দশমিক ৪১ ভাগ। এর মধ্যে ছেলেদের পাসের হার ২৪ দশমিক ৮৬ ভাগ এবং মেয়েদের পাসের হার ৩৪ দশমিক শূন্য ১ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছিল মোট ২৮ হাজার ৬শ ৮৩ জন। পাস করেছে ৫ হাজার ৯শ ৮১ জন। পাসের হার ২০ দশমিক ৪৫ ভাগ। এই বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ২০ দশমিক ২১ ভাগ। মেয়েদের পাসের হার ২৪ দশমিক ৩৩ ভাগ।

যশোর বোর্ডে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল ২৫ হাজার ১শ ৫৩ জন। পাস করেছে ৬ হাজার ২শ ২৭ জন। পাসের হার ২৪ দশমিক ৭৫ ভাগ।

কুমিল্লা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল মোট ৩০ হাজার ৯শ ৮৯ জন। পাস করেছে ১১ হাজার ৭শ

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দঃ)

সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকারী ফরিদ আহমেদ

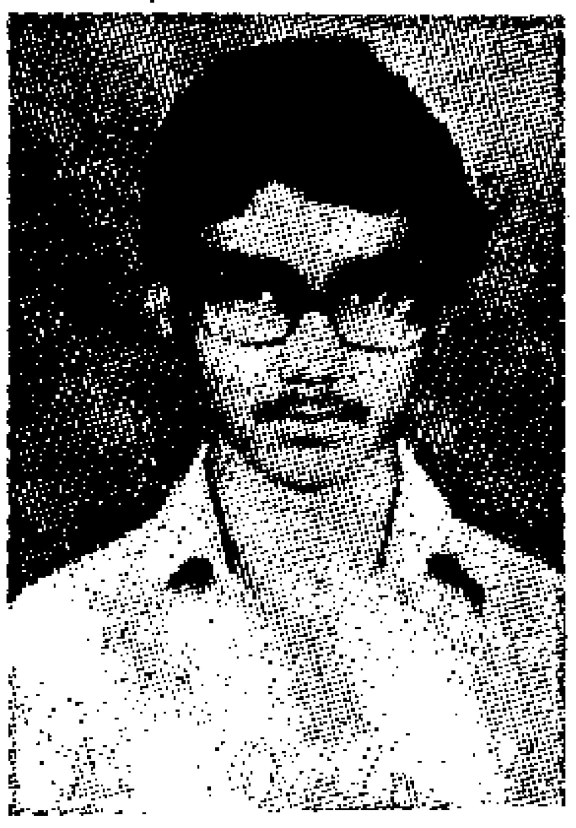

সাইফুর রহমান চৌধুরী

ভাল রেজাল্টের জন্য চাই নিষ্ঠা : সাইফুর

(খায়রুল আনোয়ার মুকুল)

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে। ঢাকা কলেজের সাইফুর রহমান চৌধুরী ও ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ফরিদ আহমেদ। ওরা দু'জনই চারটি লেটার ও ৮৯৩ করে নম্বর পেয়েছে।

গত সন্ধ্যায় সাইফুরদের ধানমন্ডির বাসায় আলাপের সময় সে বলেছে, যে কেউ ভাল রেজাল্ট করতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন নিষ্ঠা.

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দঃ)

খালেদ সোবহান

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে থাকা উচিত : খালেদ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কলেজের খালেদ সোবহান। এসএসসিতে সে প্রথম হয়েছিল। একটি সবজেক্ট খারাপ হওয়ায় এবারের ফল এরকমটি হয়েছে বলে ও মনে করে। তবুও খালেদ বেশ খুশী।

খালেদের অভিমত, কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে থাকা উচিত। উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ গেলেও শিক্ষা

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দঃ)

৪ বোর্ডের মেধা তালিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন দুজন : ঢাকা কলেজের সাইফুর রহমান চৌধুরী এবং রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ফরিদ আহমেদ। দুজনেই ৮৯৩ করে নম্বর এবং চারটি করে লেটার পেয়েছেন।

সম্মিলিত মেধা তালিকার সকলেই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং স্টার মার্ক পেয়েছেন। মেধা তালিকার ২০টি স্থানের অধিকারী ২২ জনের মধ্যে ১৬ জনই ঢাকা কলেজের ছাত্র।

সম্মিলিত মেধা তালিকা

প্রথম : সাইফুর রহমান চৌধুরী, রোল ঢাকা ২৭৬৮, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার), ফরিদ আহমেদ, রোল ঢাকা ৩৬৮৩, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল, (চারটি লেটার), দ্বিতীয় : খালেদ সোবহান, রোল ঢাকা ২৬৮৯, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), তৃতীয় : মোহাম্মদ আসফাক হোসেন, রোল ঢাকা ২৯২৬, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার), চতুর্থ : সামিরা আব্বাসী, রোল ঢাকা ম ৫৯৪৯, হলিক্রস কলেজ (তিনটি লেটার), পঞ্চম : মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী, রোল ঢাকা ৩০১৭, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), ষষ্ঠ : মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, রোল ঢাকা ২৭১৯, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), সপ্তম : মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, রোল ঢাকা ২৮৪৬, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), অষ্টম : এ বি এম আবদুস ওয়াদুদ, রোল ঢাকা ২৮১১, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), নবম : রুমনা রিফফাত, রোল ঢাকা ম ৫৪০৯, বদরুন্নেসা মহিলা মহাবিদ্যালয় (চারটি লেটার), দশম : মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, রোল ঢাকা ৩০২৪, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার)।

একাদশ : শরীফ মোহাম্মদ সিরাজ চৌধুরী, রোল ঢাকা ২৮৯৬, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), দ্বাদশ : সৈয়দ তওফিকউর রহমান, রোল ঢাকা ১৫০২, নটরডেম কলেজ (চারটি লেটার), ত্রয়োদশ : শিখা গাঙ্গুলী, রোল ঢাকা ম ৫৯৩১, হলিক্রস কলেজ (চারটি লেটার), চতুর্দশ : আহমদ সাইফুদ্দীন, রোল ঢাকা ৩০৪৬, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), পঞ্চদশ : রেজা আল কিবরিয়া, রোল ঢাকা ২৬৯০, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার), ষোড়শ : হাসান আখতার, রোল ঢাকা ২৮১০, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), সপ্তদশ : মোহাম্মদ শাহ আলম খান, রোল ঢাকা ২৮৯৫, ঢাকা কলেজ (চারটি লেটার) ও খান মোহাম্মদ সোহেল সিরাজ, রোল ঢাকা ২৯০৪, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), অষ্টাদশ : ফারজানা শারমীন, রোল ঢাকা ম ৬০১১, হলিক্রস কলেজ (তিনটি লেটার), ঊনবিংশ : খাজা গোলাম মুরশেদ সাদ, রোল ঢাকা ২৮১৩, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার), বিংশ : আবদুল মওদুদ, রোল ঢাকা-২৮৯৭, ঢাকা কলেজ (তিনটি লেটার)।

কলা বিভাগ

কলা বিভাগের মেধা তালিকায় (পুরুষ ও মহিলা) প্রথম : রুবানা আহমেদ, রোল ঢাকা ম ২৭০০৯, হলিক্রস কলেজ (একটি লেটার)।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দঃ)

সামিরা আব্বাসী

সামিরা শিক্ষিকা হতে চায়

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

শিল্পী পরিবারের মেয়ে সামিরা। ওর বাবা পল্লীগীতি গায়ক মোস্তফা জামান আব্বাসী। সামিরার পিতামহ প্রখ্যাত শিল্পী মরহুম আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, ফুফু সঙ্গীতশিল্পী ফেরদৌসী রহমান। মা আসমা আব্বাসী পুরানা পল্টন গার্লস কলেজের বাংলার অধ্যাপক ও একজন লেখিকা।

সামিরা পারিবারিক ঐতিহ্য তাই

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দঃ)